



@मास.Comm

शुभाशुभ 2023



presented by

Department of Journalism and Mass Communication

विवेकानन्द कालिदास विश्वविद्यालय

# শারদ শুভেচ্ছা



সম্পাদক  
নব বিশোর চন্দ

বর্ষানিবার্তা সম্পাদক

শ্রেয়সী পর্বতি ধর  
দীপাঙ্কনা বসু মজুমদার  
সুমনা সাহা দাস  
শ্রোবণশ সাউ  
শিব শঙ্কর দত্ত  
রাজেশ্বর সাহা

শ্রবণ সম্পাদক

শ্রাবীর, সোহম, শ্রবণ, শ্রুতি, পিয়ারল  
শ্রবণ

বিভাগীয় ছাত্র-ছাত্রীসকল

সাহিত্যবিভাগ ও গণজ্ঞাপন বিভাগ

বিবেকানন্দ বসুসেজ, ঠাকুরপুর

# EDITORIAL

Every year, as autumn approaches, the festivity heralds the arrival of Maa Durga and her divine entourage. The nature itself transforms into a canvas of creativity and the spectacle ignites the senses and inspires the soul. It confers an embodiment of art, culture, and tradition that captivates the hearts and minds of millions. But this festival is not just about spectacle and indulgence. It's a time of reflection and introspection, reminding us of the power within and the need to overcome our inertia.

As we immerse ourselves in the vibrancy of festivities, let us also remember its deeper meaning and the values it upholds. It's a cultural heritage we must cherish and preserve for generations to come. @মাস.Comm published by the Department of Journalism and Mass Communication of Vivekananda College takes an opportunity to reflect on the significance of this auspicious occasion. The lab journal is a platform to behold, showcasing the artistic and creative prowess of our students. It's not just a creative endeavor but a learning experience that fosters teamwork and ingenuity and is the manifestation of the vision of the students.

The pages of @মাস.Comm is a true celebration of diversity and a testament to the power of unity . As we rejoice in its splendor, let's appreciate the dedication of all those who make it happen.

Happy Durga Puja!

Happy reading!!

# CONTENT

1. আশার আলো .....	1
2. দেবী দুর্গার চলচিত্র .....	2-3
3. পূজোথালিতে স্পেশাল মেনু বিশ্বকাপ .....	4-5
4. গ্রামের পূজো .....	6
5. বিসর্জন .....	7
6. Durga Pujo from the Eyes of an Economics student .....	8-9
7. Kolkata - A Battlefield .....	10
8. বাঙালি বিজ্ঞানী : অসীমা চ্যাটার্জি .....	11
9. শাড়ির সাজে পূজোর প্রাতে .....	12
10. Karmachakra : Episode 0 .....	13
11 . Photographs & Artworks .....	14-15
12 . বর্ষা পূজো.....	16
13. Fall's Echo .....	16
14. Wish You Were Here .....	17
15. অপ্রাপ্তি .....	18
16. অসহায়তা .....	18
17. শেষের পাতা .....	19



## আশার আলো

নাম - অর্পন নস্কর  
সেমিস্টার - ১

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

অনেকটা টানাপোড়েনের পর বাঙালির জীবনে খুশির স্রোত আনতেই হয়তো মা মর্ত্যে আগমন করেন। মানুষ এই পাঁচটি দিন নিজের কষ্ট ভুলে নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখে, নতুন করে বাঁচতে চায়, মা তাদের আশার আলো দেখান। আচ্ছা, এই আশার আলো কি সমাজে প্রতিটা মানুষের কাছে পৌঁছায়? চলুন এরম একটা গল্প বলি তাহলে .....

এমনই এক সন্ধ্যা কলকাতা মেতে উঠেছে পূজোর কেনাকাটায়। ছড়িয়ে আছে পূজার রং প্রতিটি মানুষের মনেও কি তাই? ফুটপাতে বসে থাকা আছে মানুষগুলোর দিকে একবার দেখুন ওদের তো কপাল লেখাই আছে অন্ধকার। কেউ বলছে "বাবু ছেলেটাকে অনেক দুই দিন হল খেতে দিতে পারিনি কিছু দেন ভগবান আপনার মঙ্গল করবেন", কেউ বলে "বাবু আমি অন্ধ ভগবানের নামে তিনি আপনাকে দেখবেন" ইত্যাদি ইত্যাদি। তাদেরই মাঝে এক উজ্জ্বল চোখ, উষ্ণখুষ্ণ চুল, পরনে হাফপ্যান্ট আর স্যান্ডেল গেঞ্জি বয়স দশ বছরের তার বেশি নয়। ছেলে হঠাৎ চেয়ে বসে দিদি পূজায় সবাই নতুন জামাকাপড় পরে আমার ইচ্ছা নতুন জামা হবে ৫ টা টাকা দেবেন, দিদিটি ছেলেটার অবস্থা দেখেই একপ্রকার দয়া করে ২০০ টাকা তাকে দেয় বলে ভালো করে পূজা দেখো, ছেলেটা এক গাল হেসে দিদিটির দিকে তাকিয়ে বলে, পূজার দিন জামা কিনব এখন কিনলে নোংরা হয়ে যাবে। সে দিদিটিকে আসছি বলে ফুটপাতের অন্ধকারে মিলিয়ে যায়।

ভাবছো ছেলেটা নতুন জামা কিনবে? তা পরে পূজায় বার হবে? জীবন এতটাই কি সহজ, সমাজে এমন মানুষ থাকে যারা দুর্বল মানুষকে শোষণ করে তাদের জীবনটা চালাতে চায়, এক প্রকার সেই শোষণকারী মানুষগুলো দুর্বল মানুষগুলির উপর তারা নির্ভরশীল।

আড়াল থেকেই একটা চোখ সবকিছু নজর রাখছিল, ছেলেটা মনের আনন্দে হাঁটতে হাঁটতে হয়তো নিজের আস্থানায় যাচ্ছিল, আর সে ভাবছিল আর বাকি মানুষগুলোর মতনই পূজায় তার একটা নতুন জামা হবে, "ওই যে সব স্বপ্ন কী আর পূরণ হয় না" হঠাৎই অন্ধকার থেকে একজোড়া হাত তার দিকে এগিয়ে এলো চেপে ধরল তার মুখ ও তার শরীরটাকে। একটা বাচ্চা ছেলের গায়ে কতটুকু জোর সেই কঠিন হাত দুটির সঙ্গে পেয়ে ওঠে! হঠাৎ করে আর একজোড়া হাত তার কাছে ২০০ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে তাকে রাস্তার ধারে ফেলে তারা অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে যায়। ছেলেটা সেখানে অসহায় দিশেহারা মতন পড়ে কাঁদতে থাকলো, সে ওখানে কতক্ষণ শুয়ে কেঁদেছিল তার খবর কেউ রাখলো না। বাপ মা হারা ছেলে তার কোথাও যাওয়ার জায়গা নেই আস্থানা বলতে ওই গাছতলা। তার তো জামার দরকার, টাকার তো দরকার নেই। তাহলে কি তার এই বছরও নতুন জামা হবে না। সে চোখের জল মোছে কঠিন হয়ে ওঠে, যদি কোনো উপায় পাওয়া যায়, হঠাৎই তার মাথায় একটা পরিকল্পনা খেলে যায়।

পূজার আর কয়েকটা দিনই বাকি বাঙালির অপেক্ষার অবসান ঘটবে শেষমেষ। তারপর আবার মা চলে যাবে আবার একটা বছর অপেক্ষা এই অপেক্ষার মাঝে যেই পাঁচটা দিনের সুখ না সব অপেক্ষাতে ভুলিয়ে দেয়। সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ একটি মহিলা উচ্চস্বরে চৈচিয়ে উঠলো "চোর .. চোর .." বলে। যার দিকে ইঙ্গিত করা করে বলা হচ্ছে সে ভয়ে দৌড়াতে গিয়ে ভিড়ের মধ্যে হাঁচট খেয়ে পড়ে গেল। আরে, সেই ছেলেটাই না, যে অনেকটা আশা নিয়ে পূজার নতুন জামা কিনবে বলে অপেক্ষায় ছিল! হঠাৎ সে অসৎ পথে নেমে গেল। আচ্ছা, এটা কি তার দুষ্টামি, না তাকে চাহিদার জন্য সমাজ বাধ্য করেছে? ওইটুকু একটা বাচ্চা ছেলের মাথায় চুরির পরিকল্পনাটা। মহিলাটা ছেলেটাকে খুব মারধর করতে থাকে, পাশথেকে কয়েকটা লোক বলতে থাকে "আরও মারুন বেশ করে মারুন" "এইসব ভিখারিদের যত টাকা দেওয়া হয় না তারা ততো পেয়ে বসে"। হঠাৎ সেই ভিড়ের মধ্যে থেকে আরেকটি হাত তাকে সেখান থেকে বের করে একটি আড়ালে চলে যায়। বাচ্চাটা বলতে থাকে "আর মেরো না আমাকে ছেড়ে দাও, আমি আর কখনো এমন করবো না"। বাচ্চাটা দেখে এই যে সেই দিদি আগের দিনে ওকে ২০০ টাকা দিয়েছিল নতুন জামা কেনার জন্য। দিদি জিজ্ঞেস করে তাকে টাকা দেওয়ার পর ও তুই চুরি করতে গেলি কেন? সে আগাগোড়া ঘটনাটা খুলে বলে। শেষে ওই দিদিটি ছেলেটিকে আর টাকা না জামা কিনে দেয়। আসলে মা দুর্গা সবাইকেই একটি করে আশার আলো দেখা সেটি খুব মৃদু হয়। সমাজে এমন শত শত মা দুর্গা আছেন যারা সমাজের মহিষাসুরকে বধ করে এবং অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়ায়। মা দুর্গা হয়তো তাদেরকেই পাঠান রক্ষা করতে আশা আলো দেখাতে। তারা দের ভিড়ে লুকিয়ে থাকে ছোট ছোট হাসি তারাও সমাজে একা তাদের দিও নাকো ফাঁকি!?

## দেবী দুর্গার চালচিত্র

নাম - অয়ন মুখার্জী  
সেমিস্টার - ৫

স্ট্রিম - BA ( Hons ) Journalism and Mass Communication

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের " দেবী চৌধুরানী " উপন্যাসে চলচিত্রের মনোমুগ্ধকর বিবরণ পাওয়া যায় ; উপন্যাসের একাংশে ব্রজেশ্বর যখন চৌধুরানীর ঘরে ঢুকে আসে , সে দেখতে পায় কামরার কাঠের দেওয়ালে অঙ্কিত রয়েছে বিচিত্র সব চিত্র ; " শুষ্ক -নিশুষ্কের যুদ্ধ , মহিষাসুর বধ , দশাবতার , অষ্টনায়িকা , সপ্তমাতৃকা , দশমহাবিদ্যা , কৈলাশ , বৃন্দাবন , লঙ্কা , ইন্দ্রালয় , বসন্তহরণ সকলই চিত্রিত। " বাংলায় বাড়ির দেওয়ালে বা দেবীর মূর্তির পেছনে এইভাবে চালচিত্র আঁকার রীতি ঠিক কতটা প্রাচীন তা অনুমান করা যথেষ্ট কঠিন হলেও কয়েক শতাব্দী প্রাচীন দুর্গামূর্তি গুলিতেও চালচিত্র দেখতে পাওয়া যায় । বাংলায় দেবী দুর্গার প্রতিমা নির্মাণ রীতির প্রধান দুটি ধারা হলো বিষ্ণুপুর রীতির প্রতিমা ও কংসনারায়ণ রীতির প্রতিমা । কংসনারায়ণ রীতির প্রতিমাতে চালচিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ । চালচিত্র শুধুমাত্র মূর্তির সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য উদ্ভূত হয়নি ; এর নিজেস্ব শৈল্পিক বুনিয়ে রাখা হয়েছে । সাধারণত প্রতিমা নির্মাণের আগেই কুমোরেরা দেবীর মাথার ঠিক ওপরে চালার মধ্যে চালচিত্র আঁকেন । কাঠের চালাটিকে চালচিত্র আঁকার উপযোগী করে তুলতে চালার ওপর দেওয়া হয় এঁটেল মাটি, বেলে মাটি, গোবর জল আর তেঁতুলবিচির আঠা মেশানো চুন কিংবা খড়িমাটির প্রলেপ। অনেকে তার ওপর খবরের কাগজের প্রলেপও দেন । এরপর চুন ,কৃত্রিম রং ব্যবহার করে প্রাথমিকভাবে নির্মিত প্রলেপটির ওপর রং করে বিভিন্ন দেবদেবীর ছবি , পৌরাণিক লীলাকাহিনী প্রতিভা ফুটিয়ে তোলা হয় । অবশ্য বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে চালচিত্র শিল্পীরা মূর্তির চাল তৈরীর অনেক আগেই কাগজে চালচিত্র প্রস্তুত করে নেন , এরপর মূর্তির চালার সাথে সেগুলিকে আঠা দিয়ে চিটিয়ে দেন । শিল্পীর তুলির ছোয়ায় নানান রঙের ব্যবহারে শিব ,পার্বতী , চণ্ডী প্রভৃতি দৈব মহিমায় সজ্জিত হয়ে প্রানবন্ত হয়েওঠে কয়েক টুকরো পুরনো কাগজ । চলচিত্রের মাধ্যমে মূলত শাক্তদের উপাস্য দেবী দুর্গার মধ্যে শৈব , বৈষ্ণব ও শাক্ত উপাসনা রীতির মেলবন্ধন ফুটে ওঠে । প্রাচীন বাংলার দেবী দুর্গার প্রতিমা গুলির প্রতিটিতেই দেবীর মাথার ঠিক ওপরে চালচিত্রের মধ্যে ভগবান শিবের ছবি দেখতে পাওয়া যায় । বর্তমান সময়ে পূজিত দুর্গা প্রতিমাগুলিতে চালির আকারের ওপর নির্ভর করে মূলত চার ধরনের চালচিত্র লক্ষ্য করা যায় ;

বাংলা চালি :-

একচালার দুর্গাপ্রতিমাতে এই ধরনের চালি দেখতে পাওয়া যায় । এই চালির চালচিত্রগুলি প্রতিমার মূল কাঠামোকে প্রায় বৃত্তাকারে ঘিরে থাকে , কোনো কোনো সময় চালচিত্রটি দেবীর কাঠামো ছাড়িয়ে মেঝে পর্যন্ত নেমে আসে । কৃষ্ণনগর রাজবাড়ী , শোভাবাজার রাজবাড়ী প্রভৃতি পুরনো বনেদী বাড়ির পুজোয় এই ধরনের চালচিত্রের ব্যবহার দেখা যায় ।

মার্কিনি চালি :-

মার্কিনি চালিতে প্রতিমার দুদিক থেকে দুটো খাম দেখা যায় । দুইদিক থেকে দুটি চালচিত্র অর্ধচন্দ্রাকৃতি ভাবে সমগ্র প্রতিমাকে শোভিত করে থাকে । বাগবাজার সর্বজনীন পুজোয় মার্কিনি চালির চালচিত্র ব্যবহৃত হয় ।

মঠচৌড়ি চালি:-

চালচিত্রের এইপ্রকার ধারাটি মূলত দ্রাবিড় স্থাপত্যরীতির প্রভাবে সৃষ্ট । এই চালে প্রতিমার মাথায় অর্ধচন্দ্রাকৃতির তিনটি খোপ থাকে । খোপের মধ্যে বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার ও শিবপুরানের বিভিন্ন দৃশ্য বর্ণিত থাকে । চালচিত্রটি দেখতে অনেকটা সমুদ্রের ঢেউ এর মতো । উত্তর কলকাতার হাটখোলার দত্ত বাড়িতে এইধরনের চালচিত্রের ব্যবহার হয় ।

টানাচৌড়ি চালচিত্র :-

টানাচৌড়ি চালচিত্র দেখতে অনেকটা মঠচৌড়ি চালচিত্রের মতোই । চালচিত্রটি অনেকটা কার্নিশের মতো আকারের হয় , আর এর মাথায় থাকে গির্জার মতো তিনটি চূড়া । এই চূড়াগুলি যথাক্রমে বৈদিক শাস্ত্রমতে মানুষের সত্ত্বঃ-তমঃ-রজঃ গুণকে প্রতিক হিসেবে বর্ণনা করে । কলকাতার সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের দুর্গা প্রতিমাগুলিতে এই ধরনের চালচিত্র দেখা যায় ।

স্থাপত্যরীতি অনুসারে উপরোক্ত এই চার প্রকারের চালচিত্র ছাড়াও ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকের বাংলার প্রাচীন দেবদেবীর ভাস্কর্যে দোখাকি চাল , গির্জা চাল ও সর্বসুন্দরী চালের প্রয়োগ দেখাযেতো ; যদিও এইধরনের রীতির চালচিত্র বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে ।

চালচিত্রের আকার যেমনই হোকনা কেন যুগযুগ ধরেই এর মধ্যে লুকিয়ে আছে বাংলার কৃষ্টি, শিল্প, সংস্কৃতি। চালচিত্রের মূল অন্তর্নিহিত বিষয়টাই হলো মা দুর্গাকে সপরিবারে দেখার ভাবনা; বেঁধেবেঁধে থাকবার ভাবনা। লক্ষ্য লক্ষ্য টাকা বাজেট খরচ করে নির্মিত বড়ো থেকে বড়ো পুজো মণ্ডপে আজকাল অনেকাংশেই উধাও একচালার প্রতিমা, যথারীতি উধাও সাবেক চালচিত্রও। আজকাল ডিজিটাল আর্টের যুগে বেশীরভাগ পুজোমণ্ডপই ইন্টারনেটে চালচিত্রের ছবি ডাউনলোড করে তা প্রিন্ট করে মা দুর্গার চাল সজ্জিত করছে; এতে করে একদিকে যেমন চালচিত্র শিল্পীদের জীবিকার সংকট দেখাযাচ্ছে, অপরদিকে বাংলার কৃষ্টি, সংস্কৃতির সাথে অঙ্গঙ্গিকভাবে যুক্ত এক অনিন্দ্যসুন্দর শিল্পরীতি ক্রমশ বিলুপ্তির পথে এগিয়ে চলেছে। দেবী দুর্গা যেভাবে বেঁধেবেঁধে থাকার বার্তানিয়ে মর্ত্যলোকে প্রতিবার পদার্পণ করেন ঠিক একই ভাবে আমরাও যেনো নিজেদের অতিহয়শালী শিল্প, সংস্কৃতি কে সাথে নিয়ে এগিয়ে যেতে পারি, এইসমস্ত শিল্পের সাথে যুক্ত মানুষদের পাশে থাকতে পারি; এটাই দৃষ্ট প্রত্যয়ে আমাদের কামনা হোক।



Name : Arpan Naskar

Semester : 1

Department : Mass communication and Journalism

## পুজোখালিতে স্পেশাল মেনু বিশ্বকাপ

নাম - রৌণক কুমার দাস  
সেমিস্টার - ৩  
স্ট্রিম - BSc (Hons) Zoology

“আশ্বিনের মাঝামাঝি উঠিল বাজনা বাজি/পূজার সময় এল কাছে”-আমাদের প্রাণের ঠাকুর, রবি ঠাকুরের এই কথাগুলোই বারংবার মনে করিয়ে দেয়, মা দুর্গার বাপের বাড়ি আসার সময় হল যে! আশ্বিনের শ্বেতশুভ্র মেঘরাজি, কাশফুল ভরা প্রান্তর, ভোরের শিশিরমাখা শিউলিফুল-সকলে মিলে মাকে মর্ত্যে স্বাগত জানাতে উৎসুক। দুর্গোৎসব বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব, জাতি-ধর্ম-উচ্চ-নীচ ভেদাভেদ ভুলে একসাথে আনন্দে মেতে ওঠার মিলনোৎসব; কবিগুরুর ভাষায়-“ভালো করে ভেবে দেখতে গেলে সমস্ত উচ্চ অঙ্গের আনন্দ মাত্রই পুতুল খেলা।... কিন্তু, সমস্ত দেশের লোকের মনে যাতে ক’রে একটা ভাবের আন্দোলন, একটা বৃহৎ উচ্ছ্বাস এনে দেয়, সে জিনিসটি কখনোই নিষ্ফল এবং সামান্য নয়”।

পুজো মানেই নতুন কেনাকাটা, মহালয়ার ভোরে বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের অপার্থিব কণ্ঠে ‘মহিষাসুরমর্দিনী’ পাঠ, প্যান্ডেলে প্যান্ডেলে ঘুরে বেড়ানো, রাতজেগে ঠাকুর দেখা, ছবি তোলা, আর অবশ্যই খাওয়াদাওয়া। তবে এবার শারদে উত্তেজনার পারদ হবে অনেক বেশি, কারণ এবার পুজোর খালিতে শাকভাজা যদি হয় বৃষ্টির ঝকুটি, তবে স্পেশাল মেনু হিসাবে থাকছে, “ICC MEN’S CRICKET WORLD CUP, INDIA, 2023”। সারা দেশ তাকিয়ে থাকবে রোহিত শর্মার নেতৃত্বাধীন ১১ জন সৈনিকের দিকে, যারা দেশের মাটিতে অনুষ্ঠিত হতে চলা বিশ্বকাপ দেশেই রেখে দেওয়ার অভিযানে নেমে পড়বে মহালয়ার ছয়দিন আগে, ৮ই অক্টোবর।

১৯৭১ অ্যাশেজ সিরিজের তৃতীয় টেস্টের প্রথম তিন দিনের খেলার সলিল সমাপ্তি ঘটলে আস্পায়ারদের সিদ্ধান্তে রিপ্লেসমেন্ট হিসাবে ৪০ ওভারের ম্যাচ হয় (আট বল প্রতি ওভার), যেখানে চ্যাপেল ভ্রাতৃত্ব, ওয়াল্টার্সের ব্যাটিং দৌলতে ৫ উইকেটে জেতে অস্ট্রেলিয়া। আন্তর্জাতিক স্তরে সেই প্রথম একদিনের ম্যাচ। এরপর ইংল্যান্ডের ঘরোয়া ক্রিকেটে (কাউন্টি) জিলেট কাপ (১৯৬২-৬৩), সানডে লিগ (১৯৬৯), বেনসন হেজেস

কাপ (১৯৭২-২০০২), প্রুডেনশিয়াল ট্রফি (১৯৭২-৮২) তে ওয়ান ডে-এর সাফল্যের ফলস্বরূপ ১৯৭৫ সালে প্রথম একদিনের (খেলা শুধুমাত্র দিনে) বিশ্বকাপ, প্রুডেনশিয়াল কোম্পানির আর্থিক সাহায্যে ইংল্যান্ডে আয়োজিত “প্রুডেনশিয়াল কাপ”। ওয়েস্ট ইন্ডিজের সেই বিশ্বকাপ জয় থেকে আজকের ২০২৩ ক্রিকেট বিশ্বকাপ-মাঝের এই ৪৮ বছরের যাত্রাপথে ক্রিকেটের অনেক কিছুই পরিবর্তিত হয়েছে। বিশ্বকাপের পরিপ্রেক্ষিতে বললে ১৯৭৯তে প্রথমবার কোয়ালিফায়ার্স থেকে টেস্ট স্ট্যাটাসহীন দলের মূলপর্বে আসা (শ্রীলঙ্কা, কানাডা), ১৯৮৩তে ৩০ গজের বৃত্তের অবতারণা, ১৯৮৭ বিশ্বকাপে ওভার সংখ্যা ৬০-এর বদলে হয় ৫০। ১৯৯২ বেনসন হেজেস বিশ্বকাপে প্রথমবার রঙিন জার্সি, সাদা বল, দিনরাত্রির ম্যাচ খেলা হয়। প্রথা ভেঙে ১৯৮৭-র পাঁচ বছর পর (সাধারণত চার অন্তর) বিশ্বকাপ আয়োজিত হয় সেবার, জেতে ইমরান খানের পাকিস্তান। এ পর্যন্ত আয়োজিত ১২ টি বিশ্বকাপের পাঁচটি জিতেছে অস্ট্রেলিয়া, দুইবার করে ভারত ও ওয়েস্ট ইন্ডিজ, একবার করে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা ও গতবছর ইংল্যান্ড। ভাবলেও অবাক লাগে, একদা প্রবলতম প্রতিপক্ষ, প্রথম দুই আসরের বিজেতা ওয়েস্ট ইন্ডিজ প্রথমবারের জন্য নেই মূলপর্বে। আইসিসি ওডিআই সুপার লিগে নবম স্থানে শেষ করার পর জিম্বাবুয়েতে আয়োজিত কোয়ালিফায়ার্স চূড়ান্ত ব্যর্থ হয়ে এবারের মহাযজ্ঞের আসর থেকে বাদ পড়েছে ক্যারিবীয়রা। সুপার সিক্স থেকে মূলপর্বে এসেছে শ্রীলঙ্কা ও নেদারল্যান্ড।

ভারতে ১৩ নং এই বিশ্বকাপের আসর বসবে ১০ শহরের ১০ টি স্টেডিয়াম জুড়ে। এর মধ্যে ভারত খেলবে নয়টি আলাদা স্টেডিয়ামে, ইডেনে একমাত্র ম্যাচ দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। এই মহাআসরের দুই ম্যাসকট- ব্লেইজ (নারী, আগুন ঝরানো বোলার) ও টঙ্ক (পুরুষ, ঠান্ডা মাথার ব্যাটার)। আইসিসির নির্দেশিকা অনুযায়ী, বাউন্ডারি লাইন প্রতি দিকেই অন্তত ৭০ মিটার রাখতে হবে। পিচ ব্যাটিং সহায়ক করার কথা বলা হলেও উপমহাদেশে স্পিনের বিরুদ্ধে টেকনিকের পরীক্ষা হবে প্রতিটি ব্যাটারের। দুই দিক থেকে দুই নতুন বল ব্যবহারের জন্য হয়ত পুরানো বলে রিভার্স সুইং খুব একটা দেখা যাবে না, যদিও ভারত-অস্ট্রেলিয়া সিরিজে মহাম্মদ শামির হাতে রিভার্স সুইং দেখা গেছে। মাঝের সারিতে প্রতিটা দলের স্পিনারদের বিরুদ্ধে কারা কেমন গ্যাপ খুঁজে স্কারবোর্ড চালু রাখতে পারছে তার উপর অনেকাংশেই ম্যাচের ভাগ্য নির্ভর করবে। ঠিক তেমনই এটাও দেখার নতুন বল কেমন কাজে লাগান সুইংশিল্পীরা। অতিরিক্ত সুইংয়ের বদলে সম্ভবত হার্ড লেন্থ বোলিংই হতে চলেছে সাফল্যের চাবিকাঠি।



শেষ দুটো ওডিআই বিশ্বকাপের ইতিহাস বলছে, জয় পেয়েছে আয়োজক দেশ এবং যারা বিশ্বকাপের মূলপর্ব শুরুর পূর্বে ক্রমতালিকায় প্রথম স্থানে ছিল। এই দুটো স্ট্যাটই ভারতীয়দের আশাকে দ্বিগুণ করেছে। ভারত এখন তিন ফর্ম্যাটেই এক নম্বর দল। শেষ বিশ্বকাপে ৫টি শতরান করেছিলেন এবারের অধিনায়ক রোহিত শর্মা। ২০২০ এশিয়া কাপে রোহিত, শুভমান, বিরাট, কিশানসহ ব্যাটিং ইউনিটে ইঞ্জুরিফেরত আইয়ার ও রাহুলের ফর্ম আশ্বস্ত করার মত। এশিয়া কাপ ফাইনালে শ্রীলঙ্কাকে ধূলিসাৎ করে প্রথম ১৫ বলেই ৫ উইকেট নিয়ে আত্মবিশ্বাসী সিরাজ, সঙ্গে শামি, বুমরাহকে নিয়ে ভয়ানক পেসত্রয়ী, অভিজ্ঞ অস্থিনের সংযুক্তি, হার্দিক, শার্দুল, ২০২০ সালে ওডিআইতে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ উইকেটসংগ্রাহক-এশিয়া কাপে দুর্দান্ত ফর্মের কুলদীপ-এই ভারতীয় দলে রয়েছে অভিজ্ঞতা, তারুণ্য আর বৈচিত্র্যের সংমিশ্রণ। রাহুল ড্রাবিড়ের এই মুহূর্তের সবচেয়ে বড় পরীক্ষা হলো, ম্যাচ ও পিচের চরিত্র অনুযায়ী সঠিক দল নির্বাচন করা। ভারতীয় দলের সমস্যা বলতে রোহিত আর শুভমান-দুজনেরই ইনসুইংয়ে দুর্বলতা; বিশেষ করে শাহীন, বোল্ট, স্টার্কের মত বাঁহাতি বোলার, যাদের বল ভেতরে আসে (রোহিত যদিও এখন ওপেন স্টাম্পে দাঁড়াচ্ছেন যাতে পা বলের লাইনের সাথে আড়াআড়ি না যায়) এবং দলে একজন বাঁহাতি ফাস্ট বোলার না থাকা। ভারতের ট্রান্সপকার্ড এই বিশ্বকাপে সম্ভবত চায়নাম্যান কুলদীপ, বলা ভালো “কুলদীপ ২.০”।

বিশ্বকাপের প্রথম ম্যাচ হতে চলেছে গতবারের ফাইনালের পুনরাবৃত্তি। ৫ই অক্টোবর আহমেদাবাদে বর্তমান বিশ্বচ্যাম্পিয়ন (টি-টোয়েন্টি ও ওডিআই) ইংল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড ম্যাচের মাধ্যমে শুরু হবে ক্রিকেটের মহারথীদের মহারণ। একে একে ১৯ শে নভেম্বর পর্যন্ত ৪৬ দিনব্যাপী এই মহাযুদ্ধে অংশ নেবেন অস্ট্রেলিয়া, ভারত, পাকিস্তান, আফগানিস্তান, বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও নেদারল্যান্ড-এই ১০ দেশের মোট ১৫০ জন সৈনিক। লক্ষ্য একটাই, বিশ্বমুকুট নিজেদের নামে করা। এখন দেখার কোন তারকা জ্বলে ওঠেন, কোন্ নতুন তারকারই বা সন্ধান দেয় এই বিশ্বকাপ। বিশ্বকাপ কি পাবে নতুন চ্যাম্পিয়ন? নাকি তৃতীয়বারের জন্য ‘ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে? ক্রিকেট বিশ্বকাপের হাড্ডাহাড্ডি এই লড়াই যে বাঙালির শারদোৎসবের স্পেশাল মেনু হতে চলেছে- তা বলাই যায়।



Sumana Saha Das  
Faculty, Dept. of Journalism and Mass Communication



Dr. Kuntal Narayan Chowdhury  
Faculty, Dept. of Botany

## গ্রামের পূজো

নাম- সঞ্জনা দত্ত  
সেমিস্টার -৩

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

আর কিছুদিন পরেই আসছে বাঙালির সবথেকে বড় উৎসব দুর্গাপূজো। দুর্গাপূজোর নাম শুনলেই, আমাদের ভাবনা কলকাতা কেন্দ্রিক হয়, কিন্তু দুর্গাপূজো মানেই শুধু কলকাতা নয়। শহরের বাহিরে যে বিপুল জনগন থাকে, তারা কিভাবে পূজো কাটায় তা সম্পর্কে আমরা কতটা জানি ?

কলকাতার আশেপাশে থাকা মানুষজন কলকাতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে অনেক আগে থেকেই পূজো দেখা শুরু করে। কিন্তু গ্রামের মানুষদের পূজো শুরু হয় ষষ্ঠীর পর থেকে। কলকাতার মানুষরা তখন হয়তো শহরের অর্ধেক প্যান্ডেল ঘুরে নিয়েছেন, কারণ এখন নতুন থিমের প্যান্ডেল তৈরির সঙ্গে সঙ্গে ঠাকুর দেখাও যেন একটা প্রতিযোগিতা। ভিড় এড়ানোর ভয়ে তাই মানুষজন দ্বিতীয়া থেকে ঠাকুর দেখা শুরু করে। ওপরদিকে গ্রামের মানুষরাও কিন্তু এই পূজোর জন্য সারা বছর অপেক্ষা করে থাকে। এই চার - পাঁচ দিন তাদের কাছেও খুবই আনন্দের। গ্রামে প্যান্ডেল তৈরির কাজও শুরু হয় পূজোর কিছু দিন আগে থেকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে একটি গ্রামে একটিই দুর্গাপূজো হয়। সেখানে গ্রামের সমস্ত মানুষরা তাদের পরিবার, আত্মীয়দেরকে নিয়ে পূজো মণ্ডপে আসেন। ষষ্ঠীতে ঘট তোলা থেকে শুরু করে অষ্টমীর কুমারীপূজো এবং দশমীর সিঁদুর খেলা এই সমস্ত অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে গ্রামও। নিজের গ্রামে পূজো দেখার সঙ্গে সঙ্গে তারা আশেপাশের গ্রাম বা মফস্বল অঞ্চলগুলিতেও ঠাকুর দেখেন। কলকাতার পূজোর থিম, সাজ-সজ্জার ব্যাপারে বেশিরভাগ গ্রামবাসী খবরের কাগজের পাতায় বা টেলিভিশন থেকেই জানতে পারেন। কিছু কিছু গ্রামবাসী যাদের কাছে শহরে গিয়ে পূজো দেখার সুযোগ থাকে তারা কলকাতাতে ঠাকুর দেখতে যান। কিন্তু প্রত্যন্ত গ্রামবাসীদের কাছে কলকাতা যাওয়ার সুযোগ থাকে না। এইভাবেই কেটে যায় গ্রামের পূজোর চারটে দিন।

## বিসর্জন

নাম - সুমমা বেরা  
সেমিস্টার - ৩

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

ভোরবেলা পাঁচটা নাগাদ মঞ্জিরা জানতে পারে তার মায়ের ক্যান্সার হয়েছে লাস্ট স্টেজ এখন করার মত সেরম কিছুই নেই অনেকটা দেরি হয়ে গেছে বলেই জানান ডঃ অবিনাশ। মঞ্জিরা জানালার পাশে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার বাবা আজ অনেক বছর হলো গত হয়েছে পরিবার বলতে মা ছাড়া কিছুই চেনে না মঞ্জিরা। হঠাৎ করে ডাক্তারের মুখেই মারুন রোগের কথা শুনে খানিকটা থমকে যায় সে। তার মাথায় একটাই কথা ঘোরাফেরা করতে থাকে সে এখন কি করবে? হঠাৎই তার নাকে ভেসে আসে একটা চেনা ফুলের গন্ধ শিউলি। জানলার দিকে ভালো করে তাকাতে এসে দেখতে পায় দূরে কাশফুলগুলি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। আকাশটা পেঁজা তুলো দিয়ে ঘেরা। পাশের বাড়ি থেকে রেডিও বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্রের গলাটা পায় আর বুঝতে পারে যে আজ মহালয়া মা এসে গেছে। "মা" শব্দটা মাথায় আসতেই তৎক্ষণাচ্ছে ভাবনার জগত থেকে বাস্তবে ফিরে আসে নিজেকে বড় অসহায় বলে মনে হয়। এরম ভাবেই ক্রমশ ও তার দিন যেতে শুরু করে।

### ( অষ্টমী )

ডাক্তার ,ওষুধপত্র, দায়িত্ববোধ এসবের ভিড়ে কোথায় যেন হারিয়ে যায় মঞ্জিরা। জানলা দিয়ে সে দেখে পাড়ার বাচ্চাগুলি নতুন নতুন জামা কাপড় পড়ে ঘুরছে হাতে খেলনা বন্দুকগুলো নিয়ে ক্যাপ ফাটাচ্ছে। এক সময়ে সেও এরকম বন্দুক নিয়ে খেলত। তাদেরই আনন্দ করা দেখে মন্দিরার বেশ ভালোই লাগছিল তবে না চাইতেও বাচ্চাগুলোকে একটু দূরে সরে গিয়ে খেলতে বলে তার মায়ের অবস্থার কথা ভেবে। মঞ্জিরা এবার তার মায়ের খাবারটা নিয়ে বসে খাটে। খাবার দেখে তার মা আলতো স্বরে বলে খিদে নেই মঞ্জিরা গল্পের ছলে তার মাকে খাওয়ানোর চেষ্টা করে একটু খাওয়াতে সফলও হয়। তার মনে পড়ে যায় ছোটবেলায় মঞ্জিরার মা ঠিক এইভাবে খাওয়ানো গল্প বলতে বলতে। অদ্ভুতভাবে এখন সে তার মায়ের মা হয়ে উঠেছে। যে রান্না ঘরের কোথায় কি থাকে তাই জানতো না আজ সে এতটা দায়িত্বশীল। পরিস্থিতি মানুষকে সত্যিই বদলায় সেটাই ভাবছিল তখনই মাইকে বেজে ওঠে " যারা অঞ্জলি দেবেন তারা চলে আসুন মন্ডপে" মঞ্জুরি ভাবে প্রতি বছর অষ্টমীতে সেও অঞ্জলি দেয় কিভাবে যে পুজোর দিনগুলো চলে যাচ্ছে ঠাহর করতে পারছে না সে।

### ( নবমী )

পরেরদিন সকালবেলা তার মায়ের অবস্থা খারাপের দিকে এগোয় যেন মনে হয় খাটে একটা মূর্তি শুয়ে আছে এতটাই নিস্তেজ। মঞ্জিরা ডাক্তার ডাকে। এরকম অবস্থায় সে কখনো দেখেনি তার মাকে। মন্দিরা বুঝতে পারছিল যে তার মায়ের হাতে বেশি সময় নেই। নবমীর রাতটা যেন ভয়াবহ শান্ত হয়। এই দিন সবার মনটাই ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। মঞ্জিরা এবং অন্যান্য মানুষদের মন ভারাক্রান্ত হওয়ার কারণ হলো "মা চলে যাবে" ।

### ( দশমী )

দশমীর দিন সকাল বেলা ঠিক যখন দুর্গা মাকে সিঁদুর পরিয়ে বিসর্জনের প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে তখন মঞ্জিরা এবং তার মামার বাড়ির কিছু লোক মিলে তার মাকে নিয়ে শ্মশানের উদ্দেশ্যে রওনা হয়। মঞ্জিরা এই বছরে প্রথমবার দুর্গা প্রতিমার মুখের দিকে তাকায় এবং শেষবারের মতো নিজের মায়ের মুখের দিকে তাকায় আর মনে মনে বলে " থেকে গেলেই তো পারতে তোমরা" ।

## **DURGA PUJA FROM THE EYES OF AN ECONOMICS STUDENT**

Name - Debsoumayan Saha  
Semester - 1  
Stream - BSc (Hons) Economics

Durga puja, is the festival that echoes the heartbeat of every Bengali around the world, from a nascent toddler, to an elderly individual enjoying the solitude of retirement. It is held in the months of Aswin and Kartika per the Bengali calendar. The festival marks the victory of goodness over condescending evil, in the form of Maa Durga's victory over Mahishasura after an arduous battle over a span of ten days. The festival is probably closer to Bengalis' hearts than their pulmonary arteries. Humour aside, the festival is nothing less than an emotion to the Bengalis spread across the globe. The days imbued with the restless autumn wind that beckons the mind, "Maa Aschen, Maa Aschen" is something that every Bengali cherishes and waits for anxiously. But the real exuberance of this festival is reflected in the first half of the festival, that is from Choturthi to Ashtami, and as the Sandhi puja on the day of Asthami bears the sad message, "It's time to go", the melancholy in the air thickens and then a teary goodbye at the idol-immersion ceremony, marking the end of all festivities gives way to another year-long wait. During the festival, the days are marked with the glee of pandal-hopping, shopping, indulging in sumptuous repasts, and enjoying to one's heart's content. But somewhere hidden in this colorful plethora of emotions, festivities and amusement is a perspective. The perspective of a student of Economics.

This perspective is shaped through a basic understanding of the subject that this student could develop in the brief time he had interacting with it and its intricacies. Economics has derived from the Greek word "Oikonomos, meaning the management of household. The subject concerns itself upon how all resources are optimally used in a household so that maximum satisfaction is derived and to achieve this goal of optimization; the discipline of Economics shows some dependency on the fellow disciplines of Statistics and Mathematics. Now let us consider the entire world to be a household, and every homo-sapiens a member of this household. But for this article, let us limit ourselves to one of the various aspects of an economy, flow of capital. From this perspective however, Durga Puja will appear to be nothing less than a complex and coordinated economical transaction among various members of the household, with the capital exchanging hands numerous times all the while staying a part of the economy as a whole.

To better understand this perspective, this humble student of Economics will take up some examples from the day to day events hidden behind the grandeur of Durga puja, which are essential for the festivities to take place without a hitch. Let us take the example of a club organizing a Sarbojonin Durgotsav in your neighbourhood. To fund this event, the club asks for donations, colloquially known as "Chanda" to which you will contribute.

Now to accomplish the gargantuan task this club will require the goods and services of various people in the form of "Puja Samagri", "Pujote Pourohityo", "Puja Pandal", "Dhaki" and a thousand and one things. To provide these goods or services, the concerned individuals will charge "wages" or "prices". Now the capital that you donated to the club in the form of "Chanda", will be transferred to the flower-seller, the workman who constructed the pandal, the priest performing the rituals of the puja, the "Dhaki" who played the Dhak during the various ceremonies and each and every individual who have

Been a part of this massive endeavour in any capacity at any given point of time. Thus, the capital that u spent in the form of a donation to the club, exchanged hands and now has become the income of another person.

Durga pujo even to this day is one of the largest sources of seasonal employment in the state. The total economic worth of all the creative activities involved in Durga Puja festival is about 32,377 crore INR and the festival contributes 2.58% of West Bengal’s GDP in a fiscal year. Now citing these numbers, many naysayers will question the need of Durga Pujo and acclaim it to be a wastage of money, but the reality cannot be further than the truth. The very fact that for some people their earnings in these 10 days of Durga pujo, sustains their families for 6 months or even the entire year is enough to dismiss such baseless accusations. So the next time when you hear someone say that Durga pujo is a waste of money, please make them aware that in reality, this festival is far more “economical” than they think.



Name- Raima Mal  
Semester - 1

## **KOLKATA - A BATTLEFIELD**

Name- Mainak Neogi  
Semester - 3  
Stream- BA (Hons) English

Like lord Krishna's one hundred and eight names megacity Kolkata also has so many names such as 'The city of joy', 'The city of palace', 'The city of culture' and even many call it 'The city of Heritage'. If you ever go to Kolkata, it will seem to you that you are in front of a huge history book. The city of Kolkata is surrounded by history just like cloud surrounds Darjeeling orcherrapunji. Where ever you will look at, you can see palaces and castles which are founded by kings or British East India company stand in the heart of city raising their head like warriors.

From toddlers to senior citizens assemble there to see that history with their surprised eyes. sitting in the tea stall, from unemployed young men to high qualified employees of government office drink cup of tea praise talented men and read news paper. Some of them defame those talented men. According to them there should not be any defect in the deeds of talented men. Nothing goes wrong if there are so many defects or in own their deeds. But if there is any defect in the deeds of talented men the great epic 'Mohabharat' becomes unholy. In Kolkata there is no way of walking on the road of the city. So many cars come running from all around the city just like horses of race ground run in the race ground. The lengthy Hooghly river is flowing in the City like a snake and some bridges are hanging over the river. Some goods loaded ships keep floating towards another port. If you gaze at that, it will seem to be a portrait of a unknown City done by an unknown artist. If you go to college street (Boi Para), you will see shopkeepers of book shops are sitting with so many books of different languages and different editors. The students from schools colleges and Universities go there to buy books to make their dream come true. Some old aged men also go there in search of a companion of their retired life. At setting afternoon from school and college students to professors of colleges, universities and journalists go to the historical 'Coffee House' to have a chat with their friends and to sip cup of coffee. They spend there hour after hour sipping cups of coffee and gossiping with their friends. As much as it carries history, culture or Heritage, since eld has been standing as a battlefield. Here the battle means fight between men and machines for survival, not the fatal struggle with sword or gun with any enemy team. Thousands of workers from far away villages come to the battlefield of Kolkata in sun or in rain. Troops of workers from Diamond Harbour and Kakdwip come to the battlefield of Kolkata with their sweated body by crowded Diamond Harbour local or Lakshmikantapur local. Then the battle gets started between men and machines. Leaving Sleep or hunger and being smeared with smart, they fight with machines to produce new ingredients. Sometimes those workers sit for strike against owner in the demand of increasing their salary or bonus. Some people sitting inside high corporate office, design apps and websites. These Apps and websites are sold at high price in the market of technology. At noon all of them get free for one hour or half an hour. There are some people in the battlefield who sit outside their working place to earn money by meeting the hunger and thirst of those hungry and thirsty fighters. Then again their fight continues for more few hours. At afternoon when sun is about to set in the sky they are fight comes to an end. Then those fighters run for train or bus. Some of the fighters return home being winner in the battle and some of them return home being defeated in battle. However Kolkata is a battlefield. so it will make someone laugh and someone cry.



## বাঙালি বিজ্ঞানী : অসীমা চ্যাটার্জি

রাজেশ্বর সাহা  
Faculty, Dept. of Journalism and Mass Communication

ভারতীয় রসায়নবিদ অসীমা চট্টোপাধ্যায় ১৯১৭ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা ইন্দ্র নারায়ন মুখোপাধ্যায়, তিনি একজন স্বনামধন্য চিকিৎসক ছিলেন।

আর মা ছিলেন, কমলা দেবী।

১৯৩২ সালে বেথুন স্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করেন। ১৯৩৬ সালে স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে রসায়ন বিদ্যায় স্বর্ণ পদক সহ স্নাতক হয়েছিলেন।

১৯৩৮ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে রাজাবাজার সায়েন্স কলেজ থেকে জৈব রসায়নে এম.এস.সি. পাস করেন আর সেই সময় আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় বিজ্ঞান কলেজের ই একটি ঘরে থাকতেন।

তিনি অসীমা চট্টোপাধ্যায় কে পড়াশোনা ও গবেষণার জন্য সর্বদা উৎসাহিত করেছেন। ড. প্রফুল্ল কুমার বসু র অধীনে ডক্টরেট ডিগ্রি লাভ করে ছিলেন।

তারপর ১৯৪৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি.এস.সি. ডিগ্রি লাভ করেন।

পেয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ পুরস্কার। নয়নতারা থেকে প্রাপ্ত উদ্ভিদ উপস্কার নিয়ে অসংখ্য গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা করেছিলেন যা ক্যালার চিকিৎসায় ব্যবহার করা হয়।

পরবর্তী সময়ে লেডি ব্রেবোন কলেজে রসায়নের অধ্যাপিকা হিসাবে তিনি তাঁর কর্মজীবন শুরু করেছিলেন।

গবেষণার কাজে তিনি আমেরিকা ও সুইজারল্যান্ডে যান এবং পরে বিশেষজ্ঞ হিসেবে পৃথিবীর অনেক দেশ ভ্রমণ করেছেন, পরবর্তী সময়ে ১৯৫৪ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেছিলেন।

১৯৬০ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর সদস্যপদ লাভ করে ছিলেন।

১৯৬১ সালে রসায়ন বিজ্ঞানে শান্তি স্বরূপ ভাটনগর পুরস্কার প্রাপক হিসাবে তিনি প্রথম মহিলা বিজ্ঞানী - দেশের ভেষজ গবেষণায় যাঁর অবদান অবিস্মরণীয়।

তিনি বিশ্বাস করতেন যে তৎকালীন ভারতবর্ষের মতো পিছিয়ে পড়া দেশের ভেষজ পদ্ধতিতে চিকিৎসাই একমাত্র পথ। তাই তিনি ভেষজবিদ্যাকে, বিজ্ঞান সম্মত ভাবে ব্যবহার করে শুশনি শাক থেকে মৃগী এবং

ছাতিম, কুটকি, চিরতা থেকে ম্যালেরিয়া র প্রতিষেধক তৈরি করেছিলেন। ১৯৬২ সালে কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগে খয়রা অধ্যাপক পদ লাভ করেছিলেন।

অবশেষে ৮৯ বছর বয়সে, ২০০৬ সালে ২২শে নভেম্বর অসীমা চট্টোপাধ্যায় পরলোক গমন করেন।

বিজ্ঞান জনপ্রিয় করনে তাঁর ভূমিকা স্বর্ণাঙ্করে লেখা থাকবে।



Name- Jinia Roy  
Semester - 1  
Stream- BSc (Hons) Zoology

## শাড়ির সাজে পুজোর প্রাতে

নাম - বর্ষা মজুমদার  
সেমিস্টার - ৫

স্ট্রিম - BA (hons) Journalism and Mass Communication

শাড়ি শব্দের মন্ত্রবলে আচ্ছন্ন আট থেকে আশি সকলেই। শাড়িই একমাত্র ঐতিহ্যবাহী পোশাক যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ফ্যাশনে রয়েছে। নিজেকে বাঙালিয়ানার সাজে ফুটিয়ে তুলতে ক্লাসিক এবং ফরমাল ঘরানার মার্জিত ডিজাইনের নান্দনিক শাড়িগুলো যেকোন ইভেন্ট, অফিস, নরমালি ঘরে নিশ্চিন্তে পরা যায়। বহুমুখী পোশাক হিসেবে শাড়ির থেকে বেটার অপশন আর কিছু হতে পারে কি? শাড়ি যে কোনো বয়সের, যেকোনো চেহারার সঙ্গে মানানসই। বোল্ড লুক থেকে ভিনটেজ লুক পর্যন্ত - শাড়ি বহুমুখী। শাড়ির সৌন্দর্য হলো, যেকোনো সময় যেকোনো জায়গায় এটি পরা যায়।

আজকের দৈনন্দিন ব্যস্ততায় পশ্চিমা পোশাকে আমরা যতই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করি না কেন, উৎসবের দিনে সাজের জন্য বারো হাতের মায়া থেকে কেউ রেহাই পায় না। তাই দুর্গোৎসবে বাঙালি নারীদের সাজে এখনো অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাড়ি। অষ্টমীর অঞ্জলি কি শাড়ি ব্যতীত অন্য কোন পোশাকে মানায়? কোন সন্দেহ নেই যে দশমীর দিনে দুর্গাবরণের জন্য লাল পাড়ের সাদা শাড়িই সেরা। তবে, আপনি যেভাবেই শাড়ি পরুন না কেন, অনুষ্ঠান অনুযায়ী সাজলে তখনই আপনার সৌন্দর্য, এবং নান্দনিকতার প্রকাশ পায়। উপলক্ষ বুঝে এর সঙ্গে সঠিক ব্লাউজ ও অ্যাকসেসরিজ বেছে নিতে পারলেই কেলাফতে।

দুর্গাপুজোর সকালে সাজতে চাইলে তাঁতের শাড়ি বেছে নিতে পারেন। এই ধরনের শাড়ি কখনো পুরনো হয় না। তাছাড়া যুগের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাঁতের শাড়িতেও এসেছে অনেক পরিবর্তন। সুপরিচিত তাঁতের সঙ্গে আধুনিক ডিজাইন ও প্যাটার্নের সমন্বয়ে বাজারে এসেছে খেশ, তাঁতের মটকা, তাঁতের ঘিচা শাড়ি। আবার উজ্জ্বল রঙের লিনেন শাড়ি বেছে নিতে পারেন। যেহেতু এগুলি পরতে আরামদায়ক, তাই ব্লাউজ বা আনুষ্টিগিক নিয়ে পরীক্ষা করার প্রচুর সুযোগ রয়েছে। সকালের জন্য হালকা রঙের শাড়ি সবসময়ই ফ্যাশন সার্কিটে হিট। বেগমপুরী ও টাঙ্গাইলের শাড়ি, প্রিন্টেড মহেশ্বরী, হালকা প্যাস্টেলও পিছিয়ে নেই। শেড চান্ডেরি তাদের গ্ল্যামার, আরাম এবং স্বাচ্ছন্দ্যের কারণে এখন মার্কেট এ ইন। বিভিন্ন রঙের গামছার শাড়িও বিক্রি হচ্ছে। তবে সকাল মানেই শুধু হালকা শাড়ি তা কিন্তু নয়। টকটকে হলুদ ঢাকাই বা জামদানি লিনেন বা ফ্লোরাল প্রিন্টেড শিফনও সকালে পরতে পারেন। এর সাথে মানানসই রঙে ব্লাউজ পরার রীতি যুগ যুগ ধরে থাকলেও, ফ্যাশন মানেই কিন্তু নিয়ম ভাঙা। তাই কনট্রাস্টিং রঙের ব্লাউজের সঙ্গে প্লেইন রঙের শাড়ি এখন খুবই জনপ্রিয়। হালকা রঙের শাড়ি বেছে নিলে তার সঙ্গে পরতে পারেন উজ্জ্বল রঙের ব্লাউজ। চেক করা, প্রিন্ট করা বা এমব্রয়ডারি করা ব্লাউজ প্লেইন শাড়ির সঙ্গে পরা যেতে পারে। আপনি যদি স্লিভলেস ব্লাউজ পরেন, তবে নেকলাইন নিয়ে পরীক্ষা করা যেতেই পারে। হাল্টার নেক, বোট নেক দেখতে ভালো। অষ্টমীর সকালে আটপৌরে স্টাইলে শাড়ি পরে শাড়ির সঙ্গে মানানসই আইশ্যাডো পরুন। গোলাপি, পীচ বা হালকা গোলাপের মতো শেড সব শাড়িতেই মানাবে। চোখের মেকআপ হালকা রাখুন এবং হেঁটে ন্যুড লিপস্টিক পরুন। সকালে বাদামি, গাঢ় চকোলেটের মতো রং এড়িয়ে চলাই ভালো। শাড়ির সঙ্গে গয়না মাস্ট। রূপার গয়না এখন খুব ট্রেন্ডি। জাঙ্ক জুয়েলারিও শাড়ির সঙ্গে ভালো যায়। এ ছাড়া আজকাল কাপড়, পুঁতি, কাঠের তৈরি নানা ধরনের গয়না পাওয়া যায়। শাড়িতে মোটেও খারাপ লাগে না। আর আছে চিরন্তন সোনার গয়না।

মোট কথা, আপনি কীভাবে সাজবেন তা সম্পূর্ণরূপে আপনার পছন্দ, আরামের উপর নির্ভর করবে। ধরাবাঁধা ছকের বাইরে বেরিয়ে আপনার নিজের একটি ফ্যাশন স্টেটমেন্ট তৈরি করুন আর এবার পুজোয় শাড়িতে হয়ে উঠুন ফ্যাশন ডিভা!

## KARMACHAKRA : EPISODE 0

নাম - দিয়া দত্ত  
সেমিস্টার -৫

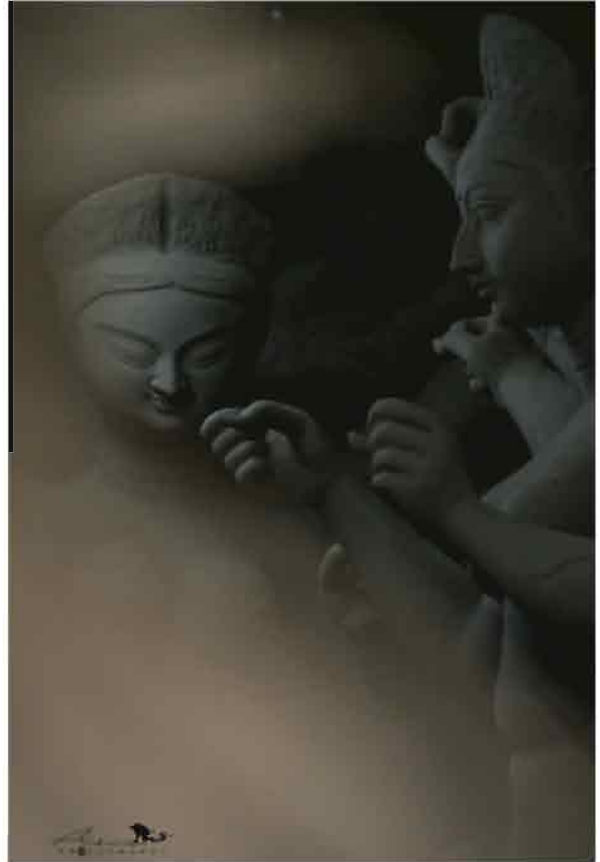
স্ট্রিম - BA (hons) Journalism and Mass Communication

ইদানিং anime বা জাপানিজ অ্যানিমেশন সম্পর্কে জানেনা এমন ছেলে মেয়ে পাওয়া খুব একটা পাওয়া যাবে না। সবাই অ্যানিমে দেখতে পছন্দ না করলেও Naruto, Death Note ইত্যাদির নাম শোনেনি এমন কাউকে খুঁজে পাওয়া যাবে না। অনেকেই অ্যানিমে কে বাচ্চাদের কার্টুন বললেও যারা একবার হলেও এটি দেখেছেন তারা জানেন কার্টুন ও অ্যানিমেশনের পার্থক্য কতটা।

অ্যানিমে বলতে আমরা সাধারণত বুঝি জাপানে তৈরি এনিমেটেড সিনেমা বা সিরিজ। এই মুভি/সিরিজ যে শুধুই বাচ্চাদের জন্য বানানো হয়, তা ভাবলে একদমই ভুল করা হবে। কারণ বিভিন্ন গল্প বিভিন্ন স্বাদের ও বিভিন্ন বয়সের দর্শকের কথা ভেবেই বানানো হয়। অ্যানিমে কি, কেনো বানানো হয় এইসব কথা ছেড়ে যদি মোন্দা কথায় আসি, তবে এই প্রবন্ধের মূল বিষয় – ভারতে নির্মিত প্রথম অ্যানিমে ‘কর্মচক্র : এপিসোড ০’।

ভারতে এর আগেও এনিমেটেড অনেক কার্টুন তৈরি হয়েছে, ছোট্টা ভীম, গোপাল ভাঁড় থেকে শুরু করে, মোটু পাতলু, রোডসাইড রোমিও আরো কত কি! তবে সেগুলিকে অ্যানিমেশনের গোষ্ঠীতে ফেলা যায় না, অ্যানিমেশন, রচনাশৈলী, সবই আলাদা। নব্বই এর দশকে ভারতীয় mythology রামায়ন নিয়ে জাপানে একটি অ্যানিমেশন তৈরি হয়, তাই তাকেও ভারতে তৈরি অ্যানিমে বলা হয় না। পরিচালক রাজর্ষি বসু তার এই কাজ কে অ্যানিমেশন বুলিতেই রেখেছেন, তার অ্যানিমেশন স্টাইলের জন্য। কারণ যারা অ্যানিমে দেখেন, তারা জানেন ঠিক কেনো আমরা অ্যানিমেকে কার্টুনের থেকে আলাদা বলি। সিনেমাটি তৈরির কাজ শুরু হয় ২০১৭ সালে এবং ২০২০তেই আশি মিনিটের সম্পূর্ণ কাজটি শেষ হয়। দুঃখের বিষয়, করোনা হানা দেওয়ায় এই ছবি এখনও মুক্তি পায়নি। তবে স্টুডিও দুর্গা – এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইট ও ইউটিউব চ্যানেল একটু ঘাটলেই এই গল্পের বেশকিছু ছোট ক্লিপ আমরা দেখতে পাই। ছবির ট্রেইলারও যথেষ্ট উত্তেজক। গল্পের মুখ্য চরিত্র গঙ্গা। অনাথ গঙ্গার অনাথাশ্রমের বন্ধুর রিকের হঠাৎ মৃত্যুর খবরে তার ছোটবেলার কিছু ঝলক আমরা দেখতে পাই। আসল চমক আসে যখন গঙ্গা সদ্যমৃত রিকের থেকেই কিছু সন্দেহজনক মেসেজ পায়। অন্যদিকে গঙ্গারই এক প্রফেসর ও অন্যান্য অনেক shady চরিত্রেরও দেখা মিলেছে ট্রেইলারে। গঙ্গার অতীত জীবনের এমন কি ঘটনা তার বর্তমান কে উত্তেজিত করছে, সেই প্রশ্নই উঠে আসে ট্রেইলারের ঝলকে। উপরন্তু, গঙ্গার মধ্যে থাকা কিছু অলৌকিক শক্তির আভাসও দেখতে পাই ছবির বিভিন্ন ক্লিপস থেকে।

লেখক ও পরিচালক রাজর্ষি বসু এই কাজে অ্যানিমেশনের প্রভাব চোখে পড়ার মতো, character design, intro সবই অ্যানিমেশনের মত। ভারতীয় পুরাতত্ত্ব, মনোবিজ্ঞান, রহস্য, প্রাচ্যের দর্শনের সমাহার এই ছবি। গঙ্গার মধ্যে অলৌকিক শক্তির উদ্ভবের সাথে দেবী দুর্গার আরাধনা, মানুষের মধ্যে থাকা বিভিন্ন চক্র, মানুষের জীবনের কর্ম ইত্যাদি বিভিন্ন তত্ত্ব এই ছবির গল্পঃ কে আরো থ্রিলিং বানায়। এর সাথে সাথেই ‘synchronicity’ এর মত থিওরির উল্লেখও আছে এই সিনেমায়। ছবিটির কাহিনী ও প্লট উত্তেজনা তৈরী করলেও, বাস্তবের নানা বাঁধাকে পেরোতে পারেনি প্রোডাকশন টীম। টান টান উত্তেজনায় পরিপূর্ণ ট্রেইলার, উন্নতমানের অ্যানিমেশন, স্বস্তিকা মুখোপাধ্যায়, মির আফসার আলীর মত ভয়েস অ্যাক্টর এর তৈরি এই ছবির প্রতি দর্শকদের আশা অনেক খানি হলেও উপযুক্ত ফান্ডিং ও দর্শকের সহযোগিতার অভাবে এই ছবির মুক্তি এখনও প্রস্নের মুখে।



Name - Abir Roy  
Semester - 5

Stream - BA ( Hons ) Journalism and Mass Communication



Name - Sohom Chatterjee  
Semester - 5

Stream - BA ( Hons ) Journalism and Mass Communication





Name - Sattik Choudhury  
Semester - 3  
Stream - BA ( Hons )  
Journalism and Mass Communication



Name - A. Ganguly  
Vivekanda College



Name - Arpan Naskar  
Semester - 1  
Stream - BA ( Hons )  
Journalism and Mass Communication



Name - Sattik Choudhury  
Semester - 3  
Stream - BA ( Hons )  
Journalism and Mass Communication

## বর্ষা পূজা

নাম - সোহিনী ব্যানার্জী  
সেমিস্টার - ১

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

পূজোর সময় শুনছি নাকি হবে এবার বর্ষা?  
আকাশ নাকি কালো এবার হবে নাকো ফর্সা?  
মনের কোণে হচ্ছে জমা কালো মেঘের ঘটা,  
পূজোর সব প্রোগ্রাম কি ভেস্বে যাবে গোটা?  
পড়বে এবার আকাশ ভেঙে,  
ঢালবে এবার সুধার রস,  
এক পশলা দু পশলা,  
মনের বারি টস টস।  
মনের আদি, অন্ত মনের,  
বদলে যাবে সব,  
"বর্ষা পূজা ", "বর্ষা পূজা ",  
উঠবে যখন রব।

---

Name - Oishani Mukherjee  
Semester - 1  
Stream - BA (Hons) History

## FALL'S ECHO

Zest on the cards  
Palate on my welkin;  
Misty breezes entangled  
Sets the brio startling.

Overcast or not  
Shimmers 'round the bay,  
A jovial aura  
Brimming with gay.

A freshness, the incense,  
The harbinger to embark;  
Plenty and mirth in fields  
With Autumn brewing its path.

With hymns and vibrancy clasping hands  
And hues of chimes in the lamps;  
The delight in approaching and fear of retrograde  
It is but  
An ephemeral respite from the plodding days.



## **WISH YOU WERE HERE**

Name - Sohom Chatterjee

Semester - 5

Stream - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

Summer comes along with the wish that you were here,  
After a long stressful day, we would sit beside the Ganga  
The pleasing breeze running through your hair  
Me staring at you with a smile on my face  
I wish you were here.

Monsoon comes along with the wish that you were here,  
We would be browsing through books at College Street  
And suddenly the rain interrupts our quest  
We run to a shed of a store, to keep ourselves dry and the hot tea later  
I wish you were here.

Festival comes along with the wish that you were here,  
On Oshthomi night you and I would be walking side by side  
You looking graceful in saree and bindi, making every guy jealous of me  
And me trying to protect you from all the harms of their sight  
I wish you were here.

Winter comes along with the wish that you were here,  
We visiting the museums and churches and taking pictures  
My lips would be drier than Sahara  
And you scolding and applying moisturizer  
Just me staring at you with dumb blinking eyes  
I wish you were here.

Spring comes along with the wish that you were here,  
We would be sitting in the mild sun at Moidan  
Witnessing the hustle and noise of the traffic passing by  
I would be resting my head on your lap  
Reminiscing about the time we've spent together  
I wish you were here.

But who are you?  
Are you just my imagination? Existing only in my mind?  
Or are you out there? Tackling the world alone or with someone  
Or waiting to meet the one ?  
I still don't know, neither am I able to get going without you.  
But I still wish you were here.

## অপ্রাপ্তি

নাম - সোহম চ্যাটার্জী

সেমিস্টার - ৫

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

তার চোখের কালোয় আটকা পড়েছি আমি  
ছাড়াতে চাইনি এমনটা ঠিক নয়।  
খেয়ালের বশে যতটা ভেবে ফেলি  
আদতে কি ততটা আদৌ হয়?

তাকে প্রথম দেখি প্রাক-শারদের এক সন্ধ্যায়  
কণ্ঠে পরিমিত দান্তিক গান্ধীর্য।  
আমার মৃত প্রাণে ক্ষীণ আশার আলো  
জ্বালিয়েছিল তার সাহচর্য।।

ফাঁকা রাস্তায় পাশাপাশি দুটো শরীর  
হেঁটে এসেছিল খানিকটা পথ একসাথে  
কথার পিঠে কথা বোঝাই করে  
আলাপচারিতা জমেছিল সেই পথে।।

তার সরল কথার তীক্ষ্ণতা  
মননে আঁচর কাটে আমার।  
ইচ্ছে ছিল না যেতে দেওয়ার তাকে তবু  
বলেছিলাম বাড়ি এসেছে, সময় হয়েছে থামার।।

ওর স্বপ্নে বিভোর হয়ে  
আমার দিন কেটেছিল কিছু  
তবু আশঙ্কার কালো মেঘ  
ভীত মনের ছাড়াইনি পিছু।।

শারদীয় এক সন্ধ্যায়  
মুঠোফোনে দেখি আমি  
পুজোর প্রেমে মাতোয়ারা সে  
প্রেমিকের গালে হামি।।

পুজোর সাজে অপরূপা সে  
বৃষ্টিস্নাত এলোকেশ  
আগ্রিতা প্রিয়তমের কাঁধে  
মানিয়েছিল দুজনকে বেশ।।

কষ্ট হয়নি একথা বলে  
নিজেকে দেবনা সালুনা  
অমর হোক সে জুটি  
এই ছিল মোর প্রার্থনা।।

## অসহায়তা

নাম - রোহন চ্যাটার্জী

সেমিস্টার - ৩

স্ট্রিম - BSc (Hons) Zoology

(১)  
প্রকৃতির বাঁধন গেছে ছিঁড়ে,  
মানুষ অধিছে অসহায়কে ঘিরে।  
তরী ফিরি- আসিয়াছে তীরে,  
এসেছে পাখিরা ফিরে তাদের নীড়ে;  
বহিছে কু-বাতাস গ্রামের বুক- চিরে,  
চলিছে আঁধারিত- অবকাশ সময়ের তরে-  
নিভুতে - নিবার্কে, নিরবে, ধীরে ধীরে -.....

(২)  
পৃথিবীর এ বিরূপ গম্ভৈরিকায়-  
জীর্ণ হবে জীবন,  
শির্ণ হবে মরণ,  
ভূবন ভরিবে ধারার ওই শূন্য বালুকনায়;  
হবে না পৃথিবীতে নিত্য - নতুন  
জীবন-মরনের খেলা,  
রবে না পৃথিবীতে বিচিএ ওই-  
নবীন প্রাণের মেলা।

(৩)  
আজ পৃথিবী নিস্তেজ - নিস্প্রান, নীরব-  
জাতির বর্বরতায় আঁধারিত সভ্যতাও,  
আজ ধরনীর ধারা শূন্য- মৃতপ্রায়।  
সভ্যতার অহংকারে ঘুমন্ত শবের পৃথিবীও;  
এসো, এসো, এসো, ! এসো হে জন,  
-- এসে হে মন.....!  
এসো এসো সবে গঙ্গার ধারে; দলে- দলে মরিব মোরা  
একসাথে তার তীড়ের পারে।

হেথা নাহি রবি, নাহি শশী,  
নাহি সুখভার।  
হেথা সুখ যাহা কিছু,  
অধরায় তা বারংবার ...।

(৪)  
আজ বিশ্ব --  
নিষ্ঠুর -নির্দয় -নির্মম;  
মানুষের কলুষিত বর্বরতায়,  
কু- সিক্ত আজ প্রকৃতিও।  
সভ্যতার মর্মান্তিক পরশে,  
পরশিত প্রাণ, অভিশপ্ত  
মনোবপ্রেম,এস্ত জীবন।  
হিংসা,হত্যা,লুঠ -  
তারই সু প্রতিদান স্বরূপ।  
বৃথা !.....  
বৃথাই সৃজন,এ অভাগাতে  
এ পবিত্র সত্যের অরূপ।  
তবু বৃথা এ শ্বাস -  
এই দীর্ঘশ্বাস !!  
পোহাইবে সে শ্বাসে দীর্ঘ  
দিবস,শর্বরী, রজনী।  
তাও, তাতে নিঃসঙ্কানে  
অধরিত থাকবে আজীবন,  
পবিত্রময় সুখের  
কিঞ্চিৎ ছায়াখানি।।

## শেষের পাতা

নাম - সহজ্যোতি প্রামানিক  
সেমিস্টার - ৫

স্ট্রিম - BA (Hons) Journalism and Mass Communication

" আমি আবার বন্ড সাধারণ  
বন্ড একঘেয়ে  
তোমার ওমন অহংকারী  
শরীর জোড়া অটল বাঁধন  
মুখের মধ্যে লালিত্বভাব !  
তোমার বুঝি সেসব লাগে?  
কাদের আছে এসব ....  
তারাও বুঝি প্রেমিকা হয় ?  
বাঁধতে বুঝি ব্যস্ত তারা ?  
চোখের জল মুছতে পারে?  
এঁটো মুখও পাড়ে বুঝি?  
নতুন জামা কুঁচকে যায়না?  
তাও বুঝি মেনে নেয়?  
তাও বুঝি আদর করে?  
চাকরি ছাড়ার খবর পেলে,  
দাঁড়ায় তারাও পাশে এসে?  
এখন আমি খুব পুরোনো?  
অচেনা মানুষ?  
ভালো আছো তুমি এবার? "

ফোর্থ স্টেজ ক্যান্সার রোগী সুমিত্রা তার ডায়রির শেষ পাতাটা ছিঁড়ে এইগুলো লিখল।  
তারপর চোখ বন্ধ করে বালিশে মাথা রাখলো। আর উঠল না। তারপর! কত ডাক্তার কত কি !  
সুমিত্রা তার শেষ ইচ্ছাটা সবাইকে বলেছিল,যে সে একবার পল্লবের সঙ্গে দেখা করতে চায়।তার প্রথম এবং শেষ  
প্রেমের সঙ্গে দেখা করতে চায়।  
ডাক্তার বললেন," পেশেন্ট এক্সপায়ার করে গেছেন। "  
চারিদিকটা কেমন যেন অন্ধকার।এই দিনের বেলাতেও যেন কেউ কালো জলরং করে দিয়েছে আকাশটাকে। সবকিছু  
যেন নিঃশব্দ থমকে আছে। সুমিত্রার দিকে একভাবে তাকিয়ে বসে আছে সুমিত্রার মা।  
এমন সময় হঠাৎ করে পাশের টেবিলে রাখা ফোনটা বেজে উঠলো। স্ক্রিনে নাম ভেসে আসছে - " পল্লব মুখার্জি। "



আগমনা